গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা
থেকে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
নভেম্বর, ১৯৪৫ : কার্ত্তিক, ১৩৫২
দাম দেড় টাকা

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকারের

প্রিণ্টার—আসাম বেঙ্গল প্রেস
৬০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বেবিকে দিলাম

এ-বইয়ের সবগুলি কবিতাই যুদ্ধের মধ্যে লেখা। পাঠককে একথা মনে রাখতে অনুরোধ করি।

'নিরর্থক' এর অন্তর্গত ছড়াগুলির মধ্যে কয়েকটি বিদেশী কবিতার ছায়া অবলম্বনে রচিত।

এ-বই প্রকাশে শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্তের কাছে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছি। তাঁর সাহায্য না পেলে এই সময়ে এ-বই সুন্দর ক'রে প্রকাশ করা আমার পক্ষে শক্ত হোতো।

তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩০-১০-৪৫ অজিত দত্ত

বোধন

কালো এক বিহঙ্গ ডানায় বয়ে আনে অমঙ্গল,
শাদা আকাশের রৌদ্র মুহূর্তেকে হয় অন্ধকার।
নিশ্বাস নিরুদ্ধপ্রায়, পুষ্ট দেহ অসাড়, অচল,
এখন প্রলয় যদি আসে পরিত্রাণ নাই আর।
আতঙ্কে সুরঙ্গ-পথে ভীত বীর খোঁজে রসাতল,
মহামান্য মহাজন প্রাণভয়ে করে হাহাকার,
পাপের নিয়তি আসে, অব্যর্থ সে গৃধিনী-কবল,
জীবন্তের শব-ভুক্, কৃষ্ণ অভিশাপ বিধাতার।

মাহেন্দ্র-মুহূর্ত এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর স্তুতির।
হে তান্ত্রিক, সুরু করো তোমার নিষ্ঠুর বামাচার
না হতে রক্তের স্রোতে খোঁজা শুরু স্বর্ণ শস্যকণা।
আবার সংগ্রাম হবে স্বর্ণ লঙ্কা আর জীর্ণ চীর,
পুনরায় আকাশেরে বিঁধে দেবে লক্ষ হাতিয়ার
ভীষ্মের মতন, যদি ব্যর্থ হয় তোমার সাধনা।

ভঙ্গুর প্রবাল

দম্ভের গলিত ব্রণ যতো পচা, স্ফীতকায় যতো,
স্পর্শে তার ততো বিষ, পূতিগন্ধে ততো মহামারি,
অন্যায়ের বিস্ফোটক দেশে দেশে জাগে সারি সারি,
ভয়ঙ্কর, বীভৎস সে, কিন্তু সুগভীর তার ক্ষত।
উন্মত্ত কুত্তার পিছে ধ্বংস আসে চাবুকের মতো,
সময়ের চোরাবালি ততো টানে স্পর্দ্ধা যতো ভারি,
সূর্যেরে যে ছুঁতে যায় পুড়ে মরা ভাগ্যলিপি তারি—
পাপ মহাপরাক্রম, কিন্তু তবু আয়ু তার কতো ?

হিংসার শোণিত, সে কি মুছে নেবে সব শ্যামলতা ?
মানুষের ধমনীতে কলঙ্ক কি রবে চিরকাল ?
যদিও আজের মতো শুক্লা সন্ধ্যা নিষ্ফলা, অযথা,
তবু জানি মৃত্যুহীন চাঁদের অতন্দ্র ইন্দ্রজাল।
স্পর্দ্ধারে অবজ্ঞা করে' কানে কানে হৃদয়ের কথা
উদ্যত অস্ত্রের নিচে জীবনের ভঙ্গুর প্রবাল॥

রাত্রি এলো

রাত্রি এলো—রক্তপ্লুত সংগ্রামের কৃষ্ণ বিস্মরণ,
এলো স্বপ্ন—হিংসামত্ত চেতনার স্বল্পায়ু বিশ্রাম,
ক্ষুদ্র এ-মুহূর্ত ভরে', হে জীবন, তোমারে প্রণাম !
তারপর বন্যাস্রোতে অচেতন আত্মসমর্পণ।
মনে পড়ে, পূর্বজন্ম-স্মৃতি যেন, অক্ষয় যৌবন,
অনন্ত আনন্দ ছিলো যে ভাস্বর হৃদয়ের দাম,
আজ সে আচ্ছন্ন, দীর্ণ, মুদ্রাক্রীত, কুরূপ, কুঠাম,
আয়ুর জুয়ায় নষ্ট রিক্ত-করা সর্বশেষ পণ।

মানি বটে রৌপ্য-স্ফীত মদমত্ত বণিক্ দম্ভেরো
শক্তি আছে, তবু জানি, হে জীবন, অমোঘ শাশ্বত,
আমাদের স্বপ্নে গাঁথা হাসি-কান্না মণি-মুক্তা যতো,
তোমার ভাণ্ডার কোণে হয়তো সঞ্চয় হবে এরও,
নির্মেঘ গৌরবে যদি কোনোদিন পৃথিবীতে ফেরো
বাতাসে এ-ক্ষীণ কণ্ঠ মুক্তি দিয়ো বিহঙ্গের মতো।

পতঙ্গ

পতঙ্গের মরণের ডাক এলো
বৈশ্বানর, লেলিহান্ শিখা তোলো।

আকাশের জ্যোতির্লোকে ভ্রান্তি-বহ্নি—
যৌবনের ক্ষমাহীন মৃত্যুলোক,
ত্রিকালের পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প
আমাদের আয়ু নিয়ে তৃপ্ত হোক।

হিংসাতপ্ত পৃথিবীতে মুহূর্তেক
তবু যদি পক্ষ মেলে পতঙ্গের,
পেয়ে থাকি দিগন্তের স্পর্শ-স্বাদ
জীবনের সে-সঞ্চয় অনন্তের।

যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির লগ্ন এই,
চরিতার্থ এ-যৌবন বলি তার,
আকাঙ্ক্ষার, প্রণয়ের, মহত্ত্বের—
তিলোত্তম, বলি আজ কবিতার।

তবু এই যজ্ঞফল সত্যহোক্
তৃপ্ত হোক রক্তলোভী স্বর্গলোক,
পতঙ্গের মরণের ডাক এলো,—
বৈশ্বানর মৃত্যু এই ধন্য হোক।

বে-আব্রু

সেলাম করি, সরকার !
মনের আব্রু ঘুচ্‌লো, এবার
চোখের আব্রু দরকার।

কতোই কিছু স্বপ্ন ছিলো
মনের মধ্যে বন্দী,
নতুন জীবন, নতুন জগৎ
গড়ার অভিসন্ধি ;—
হুজুর, তুমি চোখ ফোটালে,
হাজার যুগের পুণ্য !
সকল জমা আজকে খারিজ
মনের খাতা শূন্য।

সেলাম করি, সরকার !
মনের আব্রু ঘুচ্‌লো, এবার
দেহের আব্রু দরকার।

ফিরিয়ে দিলে মহাপ্রভু,
প্রাচ্য দেশের শিক্ষা,
স্বর্গে যাবার পথের মোড়ে
শ্রেষ্ঠ সহায় ভিক্ষা।

ছাড়তে তবু মিথ্যে মায়া
মিথ্যে পাপীর কান্না,
সভ্যতা কয়, পাওয়ার আগেই
চাই চ্যাঁচানো 'আর না'।

সেলাম করি, সরকার!
চোখের আব্রু ঘুচ্‌লো, এবার
মনের আব্রু দরকার।

ছোট্টো চোখে অমূল্য এই
একটুখানি দৃষ্টি,
এই দু'চোখে আর ধরেনা
তোমার মহাসৃষ্টি!
সভ্যতার এ কীর্তি তুলুক
শূন্যে জয়ধ্বজা,
আমার দেখা ফুরোক, এবার
তোমরা দেখো মজা!

সেলাম করি, সরকার!
দেহের আব্রু ঘোচালে, আজ
চোখের আব্রু দরকার।

শান্তি

ভুখ-মিছিলে চোখের আলোর কোনোই মূল্য নাস্তি—
এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি।

কোন্ প্রভাতের পাখীর গানে, কবে,
হারিয়ে যাবে আজকে দিনের আর্ত হাহাকার—
শরৎ আবার মেলবে ডানা ফুল-মেঘে ধব্‌ধবে,
আমার হৃদয় ফিরবে না তো আর!

আকাশ-ছেঁড়া সোনার তারার অক্ষয় বৈভবে
মনের আসন সাজিয়েছিলাম কবে।
তোমার ক্ষণিক-আবির্ভাবে ধন্য সে বেদীতে
রক্ত-লোলুপ যুগের দেবী এলেন প্রাপ্য নিতে।
তোমার পায়ে দেবার মতো যৎসামান্য পুঁজি .

সকল তাকেই খাজনা দিয়ে নতুন ভিটে খুঁজি।
শস্ত্রপাণির বজ্রঘোষে স্বপ্ন নাহি বাঁচে,
নগদ লাভের হট্টরোলে স্মৃতির কী দাম আছে?
তোমায় যদি বসাই এনে মনের সিংহাসনে
সর্বজনের মুক্তি হবে হয় না তা তো মনে;

কালের যন্ত্র তাই বা কোথায় হলাম সত্যিকার ?
চিন্তা-মুরুব্বিরা করেন যথার্থ ধিক্কার।
তবুও যে মনের পর্দা হঠাৎ ছিঁড়ে যায়,
চূর্ণ কেশের স্পর্শ আসে দক্ষিণা হাওয়ায়—
যুগান্তরের সন্ধিতে তার কোনোই মূল্য নাস্তি,
অবুঝ মনে এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি।

জয়ের আগে

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পায়ের নিচে
কত অরণ্য-গিরি-জনপদ গুঁড়ায়ে গেছে,
নিঃসাড় এই প্রেত-পল্লীরও দগ্ধ মাঠে
ফেলিলে চরণ ! মহাশ্চর্য্য কী আর আছে !
প্রণমি তোমারে, দিগ্বিজয়ের রাজ্যভাগ
তোমারি থাকুক, আমরা কেবল ভিক্ষা চাই—
যুদ্ধের পথ এঁকেছো যেখানে অশ্ব-খুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই।

সাত সমুদ্র তেরো নদী নখ-মুকুরে বটে,
কূপের বার্তা তত জানাশোনা হয়তো নেই,
পক্ষীরাজের চর্যা যাহার আশৈশব
ভেক-পরিচয় নহেক তাহার আয়ত্তেই।
কাহিনী তোমার ইতিবৃত্তে রক্ষণীয়,
মিনতি মোদের, ভট্টজনেরে ভিক্ষা দিয়ো ;
আমাদের শুধু দিয়ো কিঞ্চিৎ চরণ-ছায়া
এবং তোমার দর্শন অতি দর্শনীয়।

রাজার কাহিনী বহু-বিশ্রুত, প্রজার কথা
রাজভট্টের মহাকাব্যেতে ক্বচিৎ-ই মেলে,
রাজ্যশাসনও শুনি লোকমুখে দুরূহ নয়
রাজপুরুষেরা রাজস্বর্ণের অংশ পেলে।

তাই অনুরোধ, রাজকন্যার সোহাগ ফাঁকে
অতি অভাজন প্রজাগণ প্রতি করুণা করি'
দিয়ো একবার দর্শন—বহু বিজ্ঞাপিত,
ক্রূর বুভুক্ষা ভুলি যাতে সেই গর্ব্ব স্মরি'।

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পুচ্ছ ঘেরা
মরকত আর বৈদুর্যের মালার প্রতি
করিবো না লোভ, শপথ তোমার, ঈর্ষ্যাবশে
ভাগ্যে তোমার করিবো না রোষ, দণ্ডপতি!
বহুপ্রতীক্ষমানা-বাঞ্ছিত হে বীরবর,
অতি দরিদ্র অভাজন মোরা ভিক্ষা চাই,
যুদ্ধের পথ এঁকেছো যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই॥

নষ্টচাঁদ

এ-আষাঢ়ে শেষ হোক কান্নার বন্যা
ও-আষাঢ়ে লেখা যাবে মেঘদূত,
ক'বছর মন দিয়ে করো ঘরকন্না
বুড়োকালে প্রেম হবে অদ্ভুত।
মুখোমুখি বসে' শুধু সকালে ও সন্ধ্যায়
দম্পতি-সুখ বলো হয় কার?
সংসার-ধর্মেতে যে মেয়েরা মন দ্যায়
পৃথিবীতে তাদেরি তো জয়কার।

মেয়ে মানুষের বেশি মন থাকা উচিত না,
আমাদের মন তাই পারিনেকো সাম্‌লে।
রুদ্র-গ্রীষ্মে আকাশে থাকেই তো তৃষ্ণা
সব মিটে যাবে চোখের বর্ষা নাম্‌লে।
দুটো পয়সার সাশ্রয় কিসে হবে
সেদিকে বরং পারো যদি চোখ রাখ্‌তে,
বুড়ো হয়ে যদি বেঁচে ও বর্তে রবে
পাকা-বাড়ি করে' সেখানে পারবে থাকতে।

শখ্‌-টখ্‌ যতো সবই জেনো ছেলেমানুষি
কুড়ির পরে কি ও-সব রাখ্‌তে আছে?
জীবন তো নয় সুখের জোয়ারে পান্‌সি,
আসল প্রশ্ন প্রাণটা কী ভাবে বাঁচে।

হঠাৎ সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি
আগ্নেয়-গিরি মেঘের চূড়ায় গলিত চাঁদের ধারা।
পাশ ফিরে শুই ; চাঁদের ভেল্কি সবই জানা গেছে মেকি,
মিথ্যে শরৎ, নেহাৎই মিথ্যে আকাশ-ছড়ানো তারা।
তুমি পাশে থাকো রূপোর কাঠিতে মূর্ছিতা চিরদিন—
গৃহিণী-সচিব-শিষ্যা এবং—এবং কি জানি কী যে,
জানিনা, জান্‌তে চাইনে, জান্‌লে রোজগার হবে ক্ষীণ,
চাঁদ তো উপোসে মরে না ; কিন্তু বেঁচে থাকা চাই নিজে

ভোর হ'লো মহেঞ্জোদারোতে

আরেকটি রাত্রি চলে গেলো !
ভোর হোলো মহেঞ্জোদারোতে !

খনিত মাটির স্তর ; শতাব্দীর শব-ব্যবচ্ছেদে
গিরীভূত কঙ্কালের মেলে যদি চিহ্ন কোনো কিছু,
তাহারি নিগূঢ় প্রত্নতত্ত্বোচিত সূত্র অন্বেষণে
সারারাত্রি-নিদ্রাহীন পণ্ডিতেরা মাথা করি' নিচু
ক্যাম্পে ক্যাম্পে জাগে।

এর পর ভীষণ-দর্শন
মোটা মোটা কেতাবের উজ্জ্বল কভার অন্তরালে
পুরোনো কবর থেকে মহেঞ্জোদারোর নির্ব্বাসন
নতুন কবরে ! অবশেষে ডিগ্রী-অর্থী মনোতলে
চরম ও চিরন্তন নিষ্ঠুর সমাধি !

পক্ষপাতহীন কাল !
আরেক হীরকময় শর্বরীর পরে
ভোর হবে।
আবার ধূসর—কিম্বা বর্ণহীন—লাইব্রেরীর ঘরে,
পাণ্ডুর, পণ্ডিত-প্রিয় পুরাতন পুঁথির উপর
অস্পষ্ট অক্ষর।

পুনরায় বিদ্বন্মন্য প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা ;
মৃতকল্প আত্মা আর ঘুমন্ত মনের পরে
বুদ্ধিশল্য-ব্যবচ্ছেদে আবিষ্কারি' নব তথ্যকণা
উচ্চ ডিগ্রী লাভ !

হাস্যকর ! ও-বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি,
ব্যবচ্ছিন্ন ওই আত্মা, এমনকি কীটভুক্ত আবর্জনা,
সবই যেন চেনা মনে হয় বহু শতাব্দী পরেও
মনে হয় কোন্ প্রেসে ছাপা তা-ও জানি ॥

প্রথম গ্রীষ্ম

গ্রীষ্মের উত্তাপ আসে শীতের আবদ্ধ দরোজায় ;
মৃদু তার করাঘাত, যেন রজনীর শেষ ক্ষণে
কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ, লঘু, ক্ষীণ, ভীত আবাহনে
ডেকে যায়, ডেকে যায়, তারপর হঠাৎ হারায়।
এইতো জাগার ক্ষণ, এরপর তপ্ত আলিসায়
কাকের কর্কশ-কণ্ঠ, এরপর অবসন্ন মনে
অগ্নির অঙ্গুলি স্পর্শ, মধ্যাহ্নের কঠোর শাসনে
সহস্রের সমুদ্রের মাঝে যাবে হৃদয় হারায়ে।

যৌবনের ভালোবাসা কতোদিন মৃত্যুহিম যেন—
অবসন্ন, এলায়িত, খেলাক্লান্ত শিশুর মতন।
গ্রীষ্মের প্রথম তাপ ! এনেছো কি উদ্বেল, সফেন,
বিশল্যকরণী সুরা, স্বাদে যার জাগে অচেতন ?
পার্বতীর তপোতাপে গলেনি কি মহেশের ধ্যানও ?
হৃদয় ! ঘুমন্ত আর কতোদিন ? আর কতো ক্ষণ

পলাতক

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ্ জ্বালিয়ে—
গেলো পালিয়ে।

গেলো চাঁদ, গেলো কোথা, কদ্দূর ?
পেরিয়ে সমুদ্দুর,
পেরিয়ে আকাশ ভরা তারা—
পার হয়ে গেলো চাঁদ চোখের পাহারা।
মনের খুকুকে চুপে ঘুম পাড়িয়ে
গেলো চাঁদ দেশ ছাড়িয়ে।

কপালে চুমোর টিপে লিখন এঁকে
গেলো চাঁদ কোথা,—জানে কে ?
গেলো কি সে পশ্চিমে তুষার দেশে ?
গেলো সে ভেসে ?
সেই শাদা দেশে বুঝি শাদা কপালে—
চাঁদা মামা টিপ্ লাগালে ?

গেলো চাঁদ, গেলো পালিয়ে
আঁধার-কপালে টিপ্ দীপ জ্বালিয়ে।
গেলো কী সে আমাদের আকাশ হ'তে
কালো এক ঝড়ের স্রোতে ?

রাত আরো কতোই বাকি ?
মনের খুকুর ঘুম্ ভাঙ্‌বে না কি ?
কালো রাত কাট্‌বে না কি ?

চাঁদের কপালে কেন টিপ্ জ্বালিয়ে,
চাঁদ চুপে গেলো পালিয়ে ?
ক্লান্ত অবশ চোখ জাগে পাহারা
তন্দ্রাহারা,
ছন্দহারা
চোখের তারা ।

আঁধার কপালে কেন টিপ্ জ্বালিয়ে
দুষ্টু চতুর চাঁদ গেলো পালিয়ে ?

সংশয়

হয়তো তারারা জোনাকির চেয়ে বড়ো নয়,
মনে হয়।

মনে হয় যেন এখনো কোথাও গুহার তলে
আগামী দিনের অগ্নি জ্বলে।
কোথা যেন ধূলি শিশিরে মিশে'
জেগে কেঁপে ওঠে নতুন দিনের ধানের শিষে।
তারি পাহারায় চোখের তারা যে পায় না ছাড়া,
এখনও আকাশে এত হীরা মোতি ছড়ায় কারা
উড্ডীন যতো স্ফুলিঙ্গ দেখি, মনে হয়,
হয়তো তারারা বড়ো নয়।

ইন্দ্রধনুতে লক্ষ্য বিঁধেছি সব্যসাচী,
আজ মনে হয় ব্যর্থ বিদ্যা ভুল্‌লে বাঁচি।
কোথা যেন শুনি কাকলীর ধ্বনি নতুন স্বরে,
ছেলেরা কি এসে বালুসৈকতে শহর গড়ে?
কীর্তিনাশার চরে কি আবার নৌকা ভিড়ে?
কে এলো ফিরে?
রং মুছে যায়, শুধু বার বার মনে হয়,
ইন্দ্রধনুরো আছে নিশ্চয় পরাজয়।

ভাঙা কুটিরের আঙিনায় আঁকে কে আল্‌পনা?
রিক্ততা দিয়ে লক্ষ্মীদেবীর আসন বোনা।

শিশু কি বাড়ায় শূন্য নগ্ন কোমল মুঠি ?
কোন্ ভাণ্ডার আনতে সে চায় সবলে লুঠি ?
কবরের পাশে ঘর গড়ে ফের দম্পতি কে ?
কোন্ ইতিহাস যাবে সে লিখে ?

মনে হয়,
হয়তো আকাশ পৃথিবীর চেয়ে বড়ো নয়।

মাঝারি

পদ্য লেখাটা নয় নেহাৎ সোজা,
সোজা নয় মিল আর ছন্দ খোঁজা,
দুনিয়ার যতো সুর যতো ছন্দ,
সবি চাই শোনবার মতো মন তো।
অরণ্যে-মাঠে আর পথে-বিপথে
সুরের পরীরা ঘোরে হাওয়ার রথে,
ভাগ্যে যাদের সাথে হয় পরিচয়
তাদেরি কেবল লোকে খাঁটি কবি কয়।
আর যারা আধো-জানা পায় ইসারা,
মাঝারি কবির দলে গণ্য তাঁরা।

একদিন মনে বড়ো ছিলো গর্ব,
পৃথিবীর সুর আমি গানে ধরবো,
মনে হয়েছিলো বুঝি জেনেছি কতো,
বুঝি সবই বুঝে গেছি জলের মতো,
আজকে যখন এলো পরখের দিন,
দেখি সবি না-জানার আভাবে বিলীন,
জানিনি যে, যতো রূপ, যতো প্রেম, তার
সব সুর ছেপে ওঠে এতো হাহাকার।
যে গান শিখেছি গাওয়া, আজকে দেখি,
আধো তার দেবতার, আধেক মেকি।
আজ তাই চুপি চুপি স্বীকার করি
মাঝারির বড়ো দলে আমিও পড়ি।

হেথা নয়, হেথা নয়

কবিতার নিষ্কলঙ্ক তপোবনে কীটের সমান
ঘৃণ্য ব্যবসার জাল যে-দুর্ভাগা করে বিস্তারিত,
অমেধ্য লোভের স্পর্শ সাহিত্যে যে দিতে নয় ভীত,
আত্মপ্রচারের আর স্বার্থচরিতার্থতার গান
যে-পাপিষ্ঠ ছন্দে রচি' কবি নামে করে অপমান ;
মুনাফা-সর্বস্ব, মূর্খ, দাম্ভিক, নির্লজ্জ, কলুষিত,
করতালি-পুরস্কৃত, পাশব-স্বাচ্ছন্দ্য-মাত্রে প্রীত,
যে-ধৃষ্ট কেবল মাত্র জঠরের জানে পরিমাণ—

সার্থক জীবন তারো সংসারের বিকৃত বিচারে,
যদিও অমোঘ মৃত্যু ক্ষিপ্রহাতে ফেলে দেবে তারে
রন্ধনশালার ত্যক্ত অঙ্গার-ভস্মেরো হীন জ্ঞানে,
আর যারা স্থির ধ্যানে আত্মা মন দিলো কবিতারে,
সাধনা-গর্বিত যারা পরাঙ্‌মুখ আপন প্রচারে
তাদের আসন কোন মহাশূন্যে, মৃত্যু কি তা জানে ?

গোপনীয়

দু হাতে যতোটা ধরে, অতিরিক্ত বেশি কিছু নয়,
কিছুটা আহার্য বস্তু, কিংবা বড় জোর কিছু টাকা,
কিম্বা ঢাল তরোয়াল, বোমা আর সেল্যুটে না হয়
দু' হাত আবদ্ধ থাক্, তবু বুঝি কারে বলে থাকা।
কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে শূন্য হাত, বটুয়াটি ফাঁকা
মস্তিষ্কও তথৈবচ ; একমাত্র আছে বরাভয়
দানযোগ্য ; হেতু তার শূন্য হাতে থাকে সেটা আঁকা,
নিঃস্বতার গৌরবের সর্বজনমান্য পরিচয়।

অধুনা সম্বল তুমি, উগ্রচণ্ডী হে কেরাণি প্রিয়া,
প্রেম-ভাষণের এসো, অপব্যয় কিছু হোক আজ,
বাড়ন্ত ভাঁড়ারে যাক্ বসানো বিশাল নিমন্ত্রণ ;
তোমাকে বক্তব্য কথা যোগ্য নয় অধুনা মুদ্রণ,
সম্প্রতি যোদ্ধার বেশই কবিতার একমাত্র সাজ,
বোমা-কম্প্র মহাব্যোমে কেন মিথ্যা বেসুরো পাপিয়া ?

কোন পথে

শালের বনের ফাঁকে সাদা সরু পথ কোথা গেছে ?
কোন্ পথে উড়ে' চলে বুনো হাঁস ?—সকল পথের
হয়েছে কিনারা, একদিন অরণ্যের নিচে নিচে
আমিও দেখেছি এসে চক্রবালে অবসান এর ।

ও-পথে ওদের পিছে হৃদয়েরে দেখেছি পাঠায়ে
পৃথিবীর দশ দিকে—ক্ষেতে, মাঠে সমুদ্রে, পাহাড়ে,
সব পথ—ধাধাঁ যেন ঘুরে ফিরে যায় শেষ হয়ে
চেনা এক গম্বুজের পাশে, চেনা সড়কের ধারে ।

বুনো হাঁস সেই পথে উড়ে' যায় ধোঁয়ার নেশায়
রোস্ট্ কি কাবাব হয়ে বিহঙ্গ জন্মেরে ধন্য করে ;
সেই পথে দেহাতের মেয়েদল চলে কারখানায়
পায়েচলা পথ ছেড়ে লোহা বাঁধা সম্ভ্রান্ত সহরে ।

বনের আলের পথে, চাষার মেয়ের পিছে পিছে
আমার হৃদয় গিয়ে থামে শেষে চৌরঙ্গির পিচে ॥

সৈনিক, মৈনাক হও

(কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে)

সৈনিক, টিউনিক কোথা ? যুদ্ধোদ্যত কোথা বেয়োনেট্ ?
অধুনা শরণাপন্ন অন্তঃপুরে অঞ্চলের নিচে ?
রাইফেল কি ফেল বন্ধু ? কোথা ধার উগ্র সে কিরিচে ?
বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ ? আমাদেরো মাথা হেঁট।
মৈনাক যে ছিলো স্তব্ধ, জরদ্গব, পাথরে নিরেট,
তারে যে হেনেছো কশা তীক্ষ্ণবাক্যে, সে কি সব মিছে ?
স্পষ্ট সত্য বলি শোনো, শৃঙ্খলার গুরুতর ব্রিচ্-এ
অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ সংগ্রামের নহে এটিকেট্ !

যখন আছিলো শুধু দীর্ঘদিন, নিস্পন্দ প্রহর,
অরণ্য যখন ছিলো স্বপ্নে মগ্ন, অন্ধ, অচেতন—
মৈনাকেরে সেইদিন চেয়েছিলে বানাতে সৈনিক।
আজ পরিহাসলোভী পঞ্চশর প্রতিশোধ নিক্ ;
অরণ্য জাগ্রত আজ, শোনো তার মদির গুঞ্জন,
সৈনিক, মৈনাকবৎ এইবার বন্ধ করো ঘর।

ছড়া

১

সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলে কুবুদ্ধি ঘনালো
আগুন-বোমা নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছা মারিলো।
ব্যাংরা গেলো ক্ষেপে
ধরলে তারা চেপে
জোয়ান সেই তাঁতিকে,
তাঁতি বল্লে—ভয় কি,
কষ্ট ছাড়া হয় কী ?
এই কথা নাও শিখে।
তোমরা যদি মরতে পারো
কিচ্ছু না বলে',
নিজের হাতে নিরেট মাটি
খুঁড়বো শাবলে,
গড়িয়ে দেবো ছোট্টো একটা কূয়ো,
তাতে তোমরা স্বাধীন ভাবে
খেয়ো এবং শুয়ো।
এই না শুনে' ব্যাংরা বল্লে—'ভাই,
স্বাধীন আমরা হলাম বলে'
আর তো চিন্তা নাই।

২

আমার কথাটি ফুরোলো, কিন্তু ফুরোলো না,
স্থুরু হোলো এক নতুন সূতোয় তাঁত বোনা।
সোনালি সূতোর বেশি মুনাফার ছিলো বড়ো কারবার,
হোতো না তৃপ্তি নগদ জমাটা গুনে' গেঁথে বারবার ;
হঠাৎ গুদোমে লাগ্‌লো আগুন সোনা পুড়ে হোলো খাক্‌,
জরোয়া শাড়ির বদলে এবার মোটা চট বোনা যাক।

৩

সত্য কথায় চোখ বুঁজে আর ফল কী ?
বার্তা নিয়ে আবির্ভূত কল্কি।
কল্কি কিনা—তাই থাকে সে মাথায়
ছোটো লোকের বাড়্‌তি পুঁজি হাতায়।

কল্কি এলেন—জয় দিলো সব হুঁকোরা,
গড়গড়ারা হলেন হঠাৎ মুখরা।
ব্যাপার কী ? না, এই বলেছেন কল্কি,
লাগলে আগুন জল ঢেলে আর ফল কী ?
সেই আগুনে বরং বসে' সাতপুরুষ
আরাম করে' কল্কে খাবে, নেই সে হুস্‌ ?

কল্কি এলেন ভূভারতের অবতার
জ্বলুক আগুন, আমরা সে আঁচ সব' তার।

নিরর্থক

১

বাঁচবে ভাব্‌ছো তুমি আগামী কালে ?
সেই কাল কতোদূর কী দেশবাসী ?
চলে কি সে গর্বিত রাজার চালে ?
দীর্ঘসূত্রী সে কি এতো বিলাসী ?
আছে সে আড়ালে তব গুনছো প্রহর,
বন্ধুতা তার বুঝি এমনি দামি ?
হোক সে আগামী কাল জোরালো জবর
গতকালে বাচতেই ব্যগ্র আমি ॥

২

গভীর কথায়, মজার কথায়, কাঁদুনি ও হাস্যে ভাই,
আমুদে আর বদমেজাজী তোমার মতো বন্ধু নাই।
সঙ্গ তোমার এমনি সরস, এতোই কটু বাক্য সব
তোমায় ছাড়া বাচাই কঠিন, তোমায় নিয়ে অসম্ভব।

৩

আমার লেখা ভালোবাসে দেশের লোক,
লেখকেরা নিন্দে করেন ঘরোয়া ;
আমার ভোজে নিমন্ত্রিতের তৃপ্তি হোক্
রাঁধুনিদের নিন্দেতে কী পরোয়া ?

৪

কাণাকড়ি নেই যার, উপবাস ভালো তার,
ধনী গুলো মোটা হয় আয়েসেই,
নেই যার ঘর-দ্বার, গরীবের সর্দার,
বিছানায় জোছনা তো পায় সে-ই।

৫

আগে ছিলো শুধু পকেট মারার পেট-চলা কারবার,
কালো বাজারের স্বদেশী দাপটে বিস্তার হোলো তার,
বটতলাতেই জন্মের মতো যদিও শিক্ষা শেষ,
হতে পারি যাতে শিক্ষা-মন্ত্রী আর্জি করেছি পেশ।

৬

ঠিকাদার-গিন্নিরা আশ্রিত ঠাকুরের,
উপরিটা বেঁচে থাক্ সরকারি চাকুরের,
দোকানির বৌ পরে জড়োয়ার গয়না,
হিংসুক বাকি লোক তবু খুশি হয় না।

৭

পলায়ন করেছেন শ্রদ্ধাস্পদ কমলাক্ষ রায়,
পৈতৃক এষ্টেটে তাঁর, লিখেছেন কাব্য দুই খাতা,
শুষ্ককণ্ঠ প্রজাপুঞ্জ কাব্য-রসে নিমজ্জিত-প্রায়,
বোমাভীত বোমা এক এ-কোথায় ফেলিলে বিধাতা!

নহলে

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির ?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে,
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস্ করেছো কি দৌড়ে ?
লাফিয়ে ঝাপিয়ে, আর ভোঁ-উড়ে ?
নইলে
রইলে
লরীতে চাপা,
তাড়া ক'রে বাড়ি থেকে বাড়িয়োনা পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা ?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি
যতোই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি

বর্ষা-ভাবনা

যদি সকাল হ'তেই নামে মেঘের ছায়া
তা'র চোখের 'পরে
তবে বিদ্যুৎ-ভীত আমি মনের জানালা
দিই বন্ধ করে'।
আমি সেদিন নিজের মনে মনে
শুধু ছবি আঁকি নিরালা গোপনে,
আঁকি তাহারি চোখের ছবি, যার চোখে কাল রাতে
ছিলোনা বাদল ;
যদি সকাল হ'তেই কালো মেঘের ছায়ায়
হয় আঁখি ছলো ছল।

আমি দেখেছি একদা ওই চোখের কালোয়
গাঢ় শরৎ-নীলিমা,
আর হীরার আভার মত স্বয়ম্ভূ আলো
যার নাই পরিসীমা।
আমি সে-নয়ন দেখেছি যে প্রাতে,
কত জ্যোৎস্নায় অমাবস্যাতে,
কভু রূপালি নদীর মত, কখনো বা ছায়াপথে
সীমাহীন আলো ;
তাই যেদিন নয়নে নামে বাদলের ক্রন্দন
লাগেনা তা ভালো।

জানি   সকলের সাথে মোর যেথা পরিচয়
সেথা   শুধুই আঘাত,
জানি   সংসার চক্রের কৃষ্ণ ধূমেই কালো
        অনেক প্রভাত ;
তবু   তা'র মাঝে যদি কোনো ভোরে
চেয়ে   দেখি তারো নয়নের প'রে
শুধু   কালোমেঘ জমে আছে মনো-বাতায়ন ছেয়ে
        ব্যথার হুতাশে,
তবে   বিদ্যুৎ-ভীত আমি মনের গুহার তলে
        ছুটে যাই ত্রাসে।

যদি   সকাল হ'তেই শুরু দুঃখের বর্ষণ
        প্রিয়ার চোখে,
আমি   সংক্রমণের ভয়ে পলায়ন করি মোর
        মানস লোকে।
শুধু   বর্ষণ-গোঙানিতে তিক্ত এ-মন
আর   বাদলের কাঁদুনির মহা-আয়োজন ;
আমি   তাঁর চেয়ে চোখ বুজে হৃদয়-গুহায়
শত   জোনাকি জ্বালি ;
যদি   সকাল হ'তেই তার নয়নে হেরি
কালো   বাদল খালি ॥

——)০:—:০(——